২২-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – বাবার নির্দেশ হল, স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও এবং বুদ্ধিযোগ কেবল বাবার সাথে যুক্ত কর। এর দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে এবং মাথার ওপর থেকে পাপের বোঝা নেমে যাবে।"

প্রশ্নঃ- এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব কি কি?

উত্তরঃ- এই সঙ্গমযুগ-ই হল কল্যাণকারী যুগ। এই যুগেই আত্মা এবং পরমাত্মার সত্যিকারের মেলা (মিলন) হয়, যাকে কুম্ভমেলা বলা হয়। ২ - এই সময়েই তোমরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হও। ৩ - এই সঙ্গমযুগে তোমরা দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাও। দুঃখ থেকে মুক্তি পাও। ৪ - এই সময়ে তোমরা বাবার কাছ থেকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান পাও। বাবা নুতন দুনিয়ার জন্য নুতন জ্ঞান দেন। ৫ - তোমরা শ্যাম থেকে সুন্দর হও।

গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে এখন দূরে কোথাও নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনল এবং বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা ধারণ হয়েছে যে বরাবরের মতো এই কলিযুগ এখন পাপের দুনিয়া। এই সময়ে সবাই কেবল পাপ কর্ম-ই করে। প্রতি কল্পে বাবা এসেই তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে সদগতি দেন। যখন এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর প্রয়োজন হয়, তখন পতিত-পাবন বাবা আসেন, এসে বাচ্চাদেরকে নিজের সমান বানান। বাবার কাছে কোন্ জ্ঞান রয়েছে? সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান রয়েছে। বাচ্চারা তোমরাও এই সৃষ্টিচক্রকে জানো। এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, সেই জ্ঞান বাবার মধ্যে আছে। তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। এই চক্রকে জানলে, স্ব-দর্শন চক্রধারী হলে তোমরা পুনরায় স্বর্গের চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। তাই সারাদিন বুদ্ধিতে এই চক্র ঘোরাতে হবে। তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর সত্যযুগে তোমরা এই চক্র ঘোরাবে না। ওখানে 'স্ব' অর্থাৎ আত্মার মধ্যে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান থাকবে না। সত্যযুগেও থাকবে না আর কলিযুগেও থাকবে না। কেবল সঙ্গমযুগেই তোমরা এই জ্ঞান পাও। সঙ্গমযুগের অনেক মহিমা। দুনিয়ায় যে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয় সেটা বাস্তবে এই জ্ঞানের সাগরের সাথে নদীদের মেলা, অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলন। ওই কুম্ভমেলা তো ভক্তিমার্গের। আত্মা এবং পরমাত্মার মিলন কেবল এই সুন্দর কল্যাণকারী সঙ্গমযুগে-ই হয়, যখন তোমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখের দুনিয়ায় যাও। তাই বাবাকে দুঃখহর্তা-সুখকর্তা বলা হয়। অর্ধেক কল্প সুখ এবং অর্ধেক কল্প দুঃখের দুনিয়া থাকে। অর্ধেক দিন এবং অর্ধেক রাত্রি। ঘরবাড়িও নুতন এবং পুরাতন হয়ে থাকে। নুতন বাড়িতে সুখ এবং পুরাতন বাড়িতে দুঃখ হয়। সেইরকম দুনিয়াও নুতন এবং পুরাতন হয়। অর্ধেক কল্প ধরে সুখ থাকে, তারপর মধ্যবর্তী সময় থেকে দুঃখ শুরু হয়। দুঃখের পর আবার সুখের সময় আসে। কিন্তু দুঃখধাম থেকে কিভাবে সুখধাম হয়? কে বানায়? এটা দুনিয়ায় কেউই জানে না। মানুষ তো ঘন অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। সত্যযুগের সময়কে অনেক লম্বা করে দিয়েছে। যদি সত্যযুগে আয়ু এত বড় হত, তাহলে তো সেখানে অনেক জনসংখ্যা হওয়া উচিত। কেউ তো ফিরে যেতে পারবে না। সবাইকে একত্রিত হতেই হবে। তখনই ফেরত যেতে পারবে, যখন বাবা এসে ঘরের রাস্তা বলবেন। বাবা সঙ্গমযুগে এসে এতজন আত্মাকে ঘরে ফেরার রাস্তা বলেন। তোমরা জানো যে আমরা ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করেছি। সত্য এবং ত্রেতাযুগে আমরা কতগুলো জন্ম নিয়েছি, ওখানে কে কে কত বছর ধরে রাজত্ব করে - এইসব

বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। সত্যযুগে ১৬ কলা সম্পূর্ণ থাকে, তারপর ১৪ কলা হয়, তারপর অবরোহণ কলা শুরু হয়। এখন দুনিয়ায় অনেক দুঃখ রয়েছে। পুরাতন দুনিয়াতেই দুঃখ হয়। সত্যযুগকে নুতন দুনিয়া এবং কলিযুগকে পুরাতন দুনিয়া বলা হয়। এখন সঙ্গমযুগ। এই সময়ে পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়, বাবা এখন নুতন দুনিয়া বানাচ্ছেন। তোমরা পুরাতন দুনিয়া থেকে বেরিয়ে নুতন ঘরে গিয়ে বসবে। তোমরা বলবে যে আমরা নুতন ঘরে অর্থাৎ নুতন দুনিয়াতে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। বাবা একটাই নির্দেশ দেন- আমাকে স্মরণ কর। তিনি আর কোনো কষ্ট দেন না। যেভাবেই হোক সময় বার করে এই নির্দেশ পালন করতে হবে। কিন্তু মায়া এমন যে এই নির্দেশ পালন করতে দেয় না। বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করতে দেয় না। কিন্তু আগের কল্পেও তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করে এই মায়ারূপী রাবণের ওপরে জয়ী হয়েছিলে, সেইজন্যেই তো সত্যযুগের স্থাপন হয়। যে যত সহযোগী হয়, সে তত পুরস্কার পায়। তাই বাচ্চাদের আত্মীয়-বন্ধুদেরকেও এই জ্ঞান দিতে হবে। বাবার নির্দেশ হল, আমাকে স্মরণ কর। কারণ অর্ধেক কল্পের বিকর্মের বোঝা মাথার ওপরে রয়েছে। স্মরণ ছাড়া এই বোঝাকে ভস্ম করার আর কোনো উপায় নেই। হয়তো গঙ্গা-যমুনাকে পতিত-পাবন বলা হয়, মনে করে যে আমরা পবিত্র হয়ে যাব, কিন্তু জলের দ্বারা কিভাবে পাপ নাশ হবে? এটা হল পতিত দুনিয়া। তাইতো সবাই আহ্বান করে- হে পতিত-পাবন, তুমি এসে সত্যযুগ স্থাপন কর। এটা তো বাবা ছাড়া আর কেউই করতে পারবে না। সুতরাং, এটা হল নুতন দুনিয়ার জন্য নুতন জ্ঞান। বাবা-ই হলেন এই জ্ঞানের দাতা, কৃষ্ণ এই জ্ঞান দেয়নি। কৃষ্ণকে পতিত-পাবন বলা হয় না। কেবল পরমাত্মা-ই হলেন পতিত-পাবন, যিনি পুনর্জন্ম নেন না। তোমরা জানো যে কৃষ্ণপুরীকেই বিষ্ণুপুরী বলা হয়। কৃষ্ণের নিজের রাজধানী ছিল এবং রাধার নিজের রাজধানী ছিল। পরে তাদের মধ্যে বিবাহ হয়। রাধা-কৃষ্ণ ভাই-বোন ছিল না। ভাই-বোনের মধ্যে তো বিবাহ হয় না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তন চলে। আগে এইসব কথা জানতে না। এখন জেনেছ যে রাধা-কৃষ্ণই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। স্বর্গের মহারাজা-মহারানী, রাজকুমার-রাজকুমারী রাধা-কৃষ্ণের অনেক গায়ন রয়েছে। ওদের মা-বাবার পদ এতো উঁচু নয়। কেন এইরকম হয়েছে? কারণ ওদের মা-বাবা কম পড়াশুনা করেছে। রাধা-কৃষ্ণের নাম যেমন সুপ্রসিদ্ধ, সেই তুলনায় ওদের মা-বাবার তো নাম-ই নেই। বাস্তবে যে জন্ম দিয়েছে তার অনেক নাম হওয়া উচিত। কিন্তু না, রাধা-কৃষ্ণই সবথেকে উঁচু। তাদের ওপরে কেউ নেই। রাধা-কৃষ্ণ প্রথম নম্বরে গিয়েছে এবং প্রথমে তারাই মহারাজা-মহারানী হয়। হয়তো জন্ম মা-বাবার কাছ থেকে নিয়েছে, কিন্তু ওদের নাম অধিক প্রসিদ্ধ। এইসব বিষয় বুদ্ধিতে ভালোভাবে বসাতে হবে। তোমরা যখন এখানে এসে বসো, তখন বুদ্ধিতে স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাক। এই চক্র ঘোরাতে থাকলে করলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যায় অর্থাৎ রাবণের মাথা কেটে যায়। এটা হল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগের চক্র। আমরাই প্রথমে দেবতা ছিলাম, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছি। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছি। তারপর আমরাই আবার দেবতা হব। বাবা বুঝিয়েছেন, 'ওম্' এবং 'হম সো' শব্দের অর্থ আলাদা। শাস্ত্রতে দুটোকে এক করে দিয়েছে। ওরা মনে করে, 'ওম্' শব্দের অর্থ হল- আমি আত্মা-ই হলাম পরমাত্মা, পরমাত্মা এবং আত্মা অভিন্ন। কিন্তু এটা ভুল। বাবা বুঝিয়েছেন, 'ওম্' মানে - আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। 'ওম্' শব্দের অর্থ এটা নয় যে, আমিই ভগবান। আমরা হলাম নিরাকার আত্মা, আমাদের বাবাও হলেন নিরাকার। এই সাকার শরীরের পিতাও সাকার। যেহেতু আমরা পরমাত্মার সন্তান, তাই আমাদের অবশ্যই স্বর্গের রাজধানী নিতে হবে। বাবা তো আমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। অর্ধেক কল্প পরে যখন রাবণ পুনরায় শাপ দিয়ে দেয়, তখন তোমরা আবার দুঃখী এবং তমোপ্রধান হয়ে যাও। তারপর বাবা এসে সুখী হওয়ার বর

দেন। তিনি এটা বলেন না যে, চিরজীবী হও। কিন্তু তিনি বলেন- আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের এই জন্মের এবং তার সাথে অন্য সকল জন্মের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। রাবণের রাজ্যে অবশ্যই সবাইকে পতিত হতে হবে। আত্মা-ই পতিত এবং পবিত্র হয়, পরমাত্মা তো সর্বদাই পবিত্র। তিনি সবাইকে পবিত্র বানান। রাবণ পতিত বানিয়ে দেয়। সত্যযুগে কোনো বিকার থাকে না। ওটা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেইজন্যেই দেবতাদের সামনে গিয়ে গায়ন করে- তুমি হলে সর্বগুণ সম্পন্ন...। কিন্তু শিবের সামনে এইরকম গুণগান করা হয় না। দেবতারা, যারা এক সময়ে পবিত্র ছিল, তারাই পতিত হয়ে যায় - এটাই হল খেলা। বাবা সুখধামের রচনা করেন। শিবকে বাবা বলা হয়। শালিগ্রাম আলাদা। রুদ্র যজ্ঞতে একটা বড় লিঙ্গ বানায় এবং অনেক ছোট ছোট শালিগ্রাম বানায়। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম নিই। অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে ৮৪ জন্ম বলা যাবে না। শিখ ধর্মাবলম্বীরা ৫০০ বছরে কতগুলো জন্ম নিয়েছে? আমরা কতগুলো জন্ম নিয়েছি? এইসব বিষয় বাবা বুঝিয়েছেন। ব্রাহ্মণদের টিকি বিখ্যাত। সত্যিকারের ব্রাহ্মণ তো সঙ্গমযুগেই হয়। এটা হল কল্যাণকারী যুগ। এই যুগেই তোমাদের সবার কল্যাণ হয়। রাবণ অকল্যাণ করে, বাবা এসে কল্যাণ করেন। তাই বাবার মত অনুসারে চলে কল্যাণ করতে হবে। শ্রীমৎ অর্থাৎ ভগবান শিবের বাণী। শিববাবা জন্ম নেন না, তিনি এসে প্রবেশ করেন। সেটাকে জন্ম নেওয়া বলা হবে, যখন লালন-পালন করা হয়। কিন্তু তিনি কখনো পালনা নেন না। তিনি কেবল একটাই কথা বলেন- আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে তোমরা স্বর্গের মালিক হও। আমি তো হই না, আমি হলাম অভোক্তা। সুতরাং বুঝতে হবে যে, বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আত্মারা-ই তো বোঝে। আত্মা-ই ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার হয়। আমি অমুক। আত্মা বলে - আমি দেবতা ছিলাম, তখন ৮বার জন্ম নিয়েছি। এরপরে ক্ষত্রিয় হয়েছি, তখন ১২বার জন্ম নিয়েছি। তারপরে আমি ক্রমশ পতিত হয়েছি। বাবা এখন বলছেন- বাচ্চারা, আত্ম-অভিমানী হও। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। আত্মা বলে- আমি তো সত্যযুগে মহান আত্মা ছিলাম, তারপর কলিযুগে মহান পাপ আত্মা হয়ে গেছি। পরমাত্মা হলেন সবথেকে মহান, মহানের থেকেও মহান আত্মা। তিনি সর্বদাই পবিত্র। এখানে মানুষ সর্বদা পবিত্র থাকে না। সুখধামে সর্বদাই পবিত্র থাকে। ত্রেতাযুগেও কিছু কলা কম হয়ে যায়। এখন আমাদের উত্তরণ কলা। আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি। তারপর ত্রেতাযুগে ২ কলা কম হয়ে যায়। তারপর দ্বাপরযুগ থেকে ৫ বিকারের গ্রহণ লাগার ফলে ক্রমশ কালো হয়ে যাই। বাবা এখন বলছেন, এই পাঁচ বিকারের দান দিলে গ্রহণ কেটে যাবে এবং তারপর তোমরা সত্যযুগী সম্পূর্ণ দেবতা হয়ে যাবে। সবার আগে দেহ-অভিমান ত্যাগ কর, কাম বিকারের দান দাও। অন্তিমে নষ্টমোহ হবে। এখন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের স্মৃতি এসেছে যে আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি। দ্বাপর থেকে রাবণ অভিশপ্ত করেছে, তাই সবাই এত দুঃখী। দ্বাপরযুগে কি রাজা-রানীদের অসুখ হত না? এটাও তো দুঃখ, তাই না? এটা তো দুঃখের-ই দুনিয়া, সত্যযুগ হল সুখের দুনিয়া। তাই ভগবানের শ্রীমৎ অবশ্যই পালন করতে হবে। যে বেহদের বাবার মতামত মেনে চলে না, তাকে অত্যন্ত অযোগ্য বলা হবে। অযোগ্য সন্তানেরা বাবার কাছ থেকে কি উত্তরাধিকার পাবে! যোগ্য সন্তানরা ভাল উত্তরাধিকার নেয়। যে নিজে পবিত্র হয়ে অন্যদেরকেও পবিত্র বানায়। বেহদের বাবা আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। হে আত্মারা, তোমরা কি কান দিয়ে শুনছ? আত্মারা উত্তর দেয়- হ্যাঁ বাবা, আমি তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হব। ভগবান যেহেতু উঁচুর থেকেও উঁচু, তাই তিনি যে পদ দেবেন সেটাও নিশ্চয়ই উঁচুর থেকেও উঁচু হবে। তিনি অর্ধেক কল্পের জন্য স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। লৌকিক বাবার কাছ থেকে হদের উত্তরাধিকার হিসাবে অল্পকালের সুখ পাওয়া যায়। কলিযুগে কাক-বিষ্ঠার সমান সুখ, তাই সন্ন্যাসীরা ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে দেয়। ওরা গৃহস্থ ধর্মকে স্বীকার করে না। গৃহস্থ ধর্ম তো সত্যযুগে ছিল।

তোমরা জানো যে এই পড়ার দ্বারা আমরা বিষ্ণুপুরীতে যাই, সেইজন্যেই পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। ভক্তরা তো জানেই না যে ভগবান কে, তাঁর কর্তব্য কি? তিনি কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র বানান? এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছ। দুনিয়া তো এই পতিত-পাবন বাবাকে-ই স্মরণ করছে। তোমরা এখন সঙ্গমযুগে রয়েছ। বাকি সবাই কলিযুগে আছে। ওরা মনে করে, কলিযুগ তো এখনো ছোট আছে। কিন্তু তোমরা জানো যে কলিযুগের এখন বিনাশ হবে। এখন তোমাদেরকে সত্যযুগে যেতে হবে। বাবা তোমাদেরকে স্মৃতি দিয়েছেন যে, আমি প্রতি কল্পেই তোমাদেরকে উত্তরাধিকার দিই। সুতরাং সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে, তাই না? বাবা তো এইরকম বলেন না যে, এখানে এসে বসে থাক। ঘর-গৃহস্থে থাক, কিন্তু কেবল এই স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাক এবং নষ্টমোহ হয়ে যাও। কেবল শিববাবা, আর কেউ না। আমরা জানি যে এখন আমাদের নুতন সম্মন্ধ জুড়ছে, তাই পুরাতনের প্রতি মমত্ব থাকা উচিত নয়। নুতন দুনিয়া, নুতন রাজধানীর প্রতি মমত্ব রাখতে হবে। এখন শিয়রে শমন দাড়িয়ে আছে। তাই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সত্যযুগে অকালে মৃত্যু হয় না। সময় হলে, একটা পুরাতন খোলস ত্যাগ করে নুতন ধারণ করে। আচ্ছা!
মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-
১) স্ব-দর্শন চক্র ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। মৃত্যু অতি নিকটে, তাই সবকিছুর ওপর থেকে মমত্ব সরিয়ে নিতে হবে।

২) বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। আত্ম-অভিমানী হয়ে সুযোগ্য সন্তান হতে হবে।

বরদান:- প্রত্যেক মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে সর্বদা এভার-রেডি থাকা তীব্র পুরুষার্থী হও।

যে বাচ্চা তীব্র পুরুষার্থী, সে প্রত্যেক মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে এভার-রেডি (সদা প্রস্তুত) থাকে। সে এইরকম মনে করে না যে, এখনো তো বিনাশ হতে কিছু সময় লাগবে, তখন ঠিক তৈরি হয়ে যাব। ওই অন্তিম মুহূর্তকে দেখার পরিবর্তে এইটা ভাব যে আমার নিজের অন্তিম মুহূর্তের কোনো নিশ্চয়তা নেই - তাই এভার-রেডি। নিজের স্থিতি যেন সর্বদা সবকিছুর ওপরে থাকে। সবকিছু থেকে নির্লিপ্ত এবং বাবার প্রিয়, অর্থাৎ নষ্টমোহ। সর্বদা নির্মোহী, নির্বিকল্প এবং নির্ব্যর্থ - ব্যর্থও যেন না থাকে। তবেই এভার-রেডি বলা যাবে।

স্লোগান:- দুর্বল সময়ে পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য অন্তর্লীন করার শক্তিকে বাড়াও।